জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

চারু ও কারুকলা

দ্বিতীয় শ্রেণি

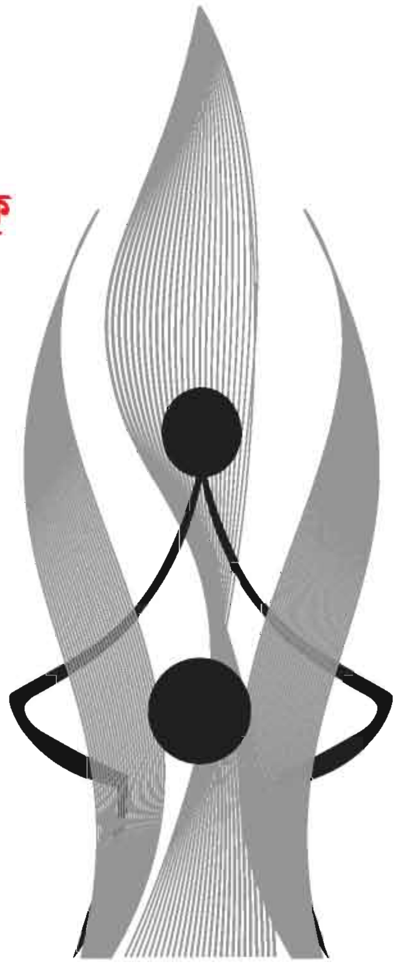

লেখক ও সম্পাদক

মোস্তফা মনোয়ার
হাশেম খান
রবিউল ইসলাম
জাকির হোসেন ফকির

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ছবি ও অন্যান্য নকশা
মোঃ রবিউল ইসলাম
জাকির হোসেন ফকির

আলোকচিত্র
মোঃ রবিউল ইসলাম

সমন্বয়কারী
ড. নাছিমা বেগম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে **চারু ও কারুকলা** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। কাজেই প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সৃজনশীলতা ও নান্দনিক বিকাশ এবং সুস্থ দেহ-মন গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। চারু ও কারুকলার শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকার প্রতিটি পাঠে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, পরিকল্পিত কাজ, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশনায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিশুদের সুযোগ করে দিলে শিশুরা অনেক সুন্দর কাজ এমনকি সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারে। তাদের মেধা থাকে সুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। শিশুদের ছবি আঁকতে দিলেই তা সহজেই বোঝা যায়। কখনো কখনো স্বভাবগতভাবে তা বিকশিত হলেও এর সঠিক চর্চা যথাযথ এবং অনুপ্রেরণার অভাবে বিকাশলাভ হয় না। শিশু যদি তার পরিবার থেকে সৃষ্টিশীল কাজে (ছবি আঁকা, গান গাওয়া, আবৃত্তি, খেলাধূলা) চর্চার সুযোগ এবং অনুপ্রেরণা পায় তাহলে তার প্রতিভা বিকাশের পথ সহজতর হয়। পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। অনেক বিষয়ে শিখতে শিশু আগ্রহী হয়। তার মেধা বেড়ে যায়। শিশু হয়ে ওঠে বুদ্ধিমান, সৃষ্টিশীল ও পরিমিতিবোধ সম্পন্ন।

শিশুদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারু ও কারু কলা বিষয়ে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে এই শিক্ষক নির্দেশিকা রচিত হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি শিশুদের কাছে সরাসরি না পৌঁছালেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এটি অনুসরণ করে নিজের বিচার বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদেরকে শিক্ষাদান করবেন। চারু ও কারু কলা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতা থাকলেও এই বিষয়ে পাঠদানকারী নির্দিষ্ট শিক্ষক নির্দেশিকাটি যদি অনুসরণ করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাহলেও শিশুদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সক্ষম হবেন। নির্দেশিকাতে বর্ণিত বিষয়াবলী এবং পদ্ধতিগত দিকসমূহ আত্মস্থ করার মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচিত হওয়ার পথকে মসৃণ এবং সুগম করতে সক্ষম হবেন। প্রাথমিক স্তরে চারু ও কারু কলা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তাই এই বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ শিশুদের উপযোগী আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিশুদের ছবি আঁকার সময় প্রশংসাসুলভ বাক্য প্রয়োগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করবেন। শিশুর মনে যেন কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। ভবিষ্যতে চারুকলা বিষয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞানসহ অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য চারু ও কারুকলার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং শিশুদেরকে এই পাঠে উৎসাহী ও মনোযোগী করে তুলবেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন, বাড়ির কাজ এবং শ্রেণি পরীক্ষা নম্বর ৪০% এবং সাময়িক পরীক্ষায় নম্বর ৬০% করে নির্ধারণ করতে হবে।। তার ফলে শিশু এবং অভিভাবকদের মাঝে এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ এবং গুরুত্বের সৃষ্টি হবে। শিশুর কল্পনা শক্তি, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধ তাকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ, দক্ষ এবং সৃষ্টিশীল মানুষে পরিণত করবে। **শ্রেণিতে ও বাড়িতে আঁকা ছবির জন্য এবং অন্যান্য কারুশিল্পের জন্য অবশ্যই শ্রেণি শিক্ষক প্রতিটি কাজের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর ধরে শিশুকে নম্বর দেবেন।এই নম্বর শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একীভূত করে শ্রেণির শেষ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফল নির্ধারণ করে দিতে হবে।**

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের ছবি আঁকা এই শিক্ষক নির্দেশিকার মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। অন্য কোনো বই, গাইড বই ইত্যাদি শিশুদের হাতে দেওয়া যাবে না। শিশু তাঁর ইচ্ছেমতোই ছবি আঁকবে। শিক্ষক শুধু নির্দেশিকা অনুযায়ী শিশুদের মানসিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে ছবি আঁকায় সহযোগিতা করে যাবেন। শিক্ষক কোনো কারণেই শিশুর আঁকার কাগজে ছবি আঁকা দেখাতে যাবেন না। শিশুর ছবিতে হাত দেবেন না। ছবি আঁকার রঙ, তুলি, কাগজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবসময় তার হাতের কাছে রাখতে সাহায্য করবেন।

শিশুকে কখনোই বলা যাবে না যে, তোমার আঁকা ভালো হয়নি কিংবা সুন্দর হয়নি। আরও সুন্দর করে আঁকো। অর্থাৎ নেতিবাচক কথাবার্তা শিশুর সঙ্গে বলা যাবে না। বরং বলতে হবে সে ভালো আঁকে,আরো বেশি বেশি রঙ লাগাও। নিজে নিজে আঁকলেই সেই ছবি সুন্দর হয় ইত্যাদি প্রশংসামূলক কথা বলে শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে।

জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষ কালি-তুলি

জয়নুল আবেদিন বিদ্রোহী গরু জল রঙ

কামরুল হাসান

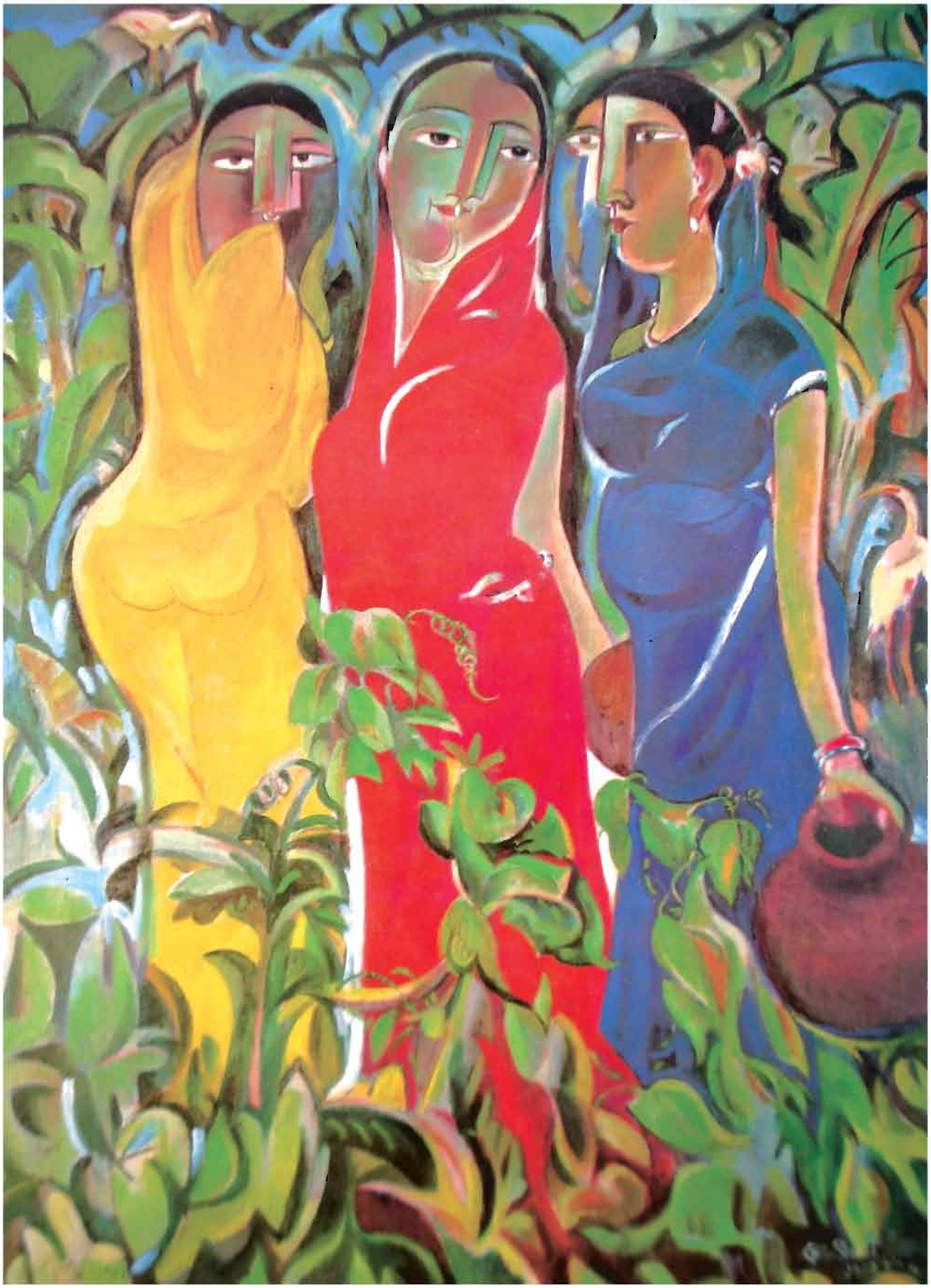

কামরুল হাসান তিনকন্যা তেল রঙ

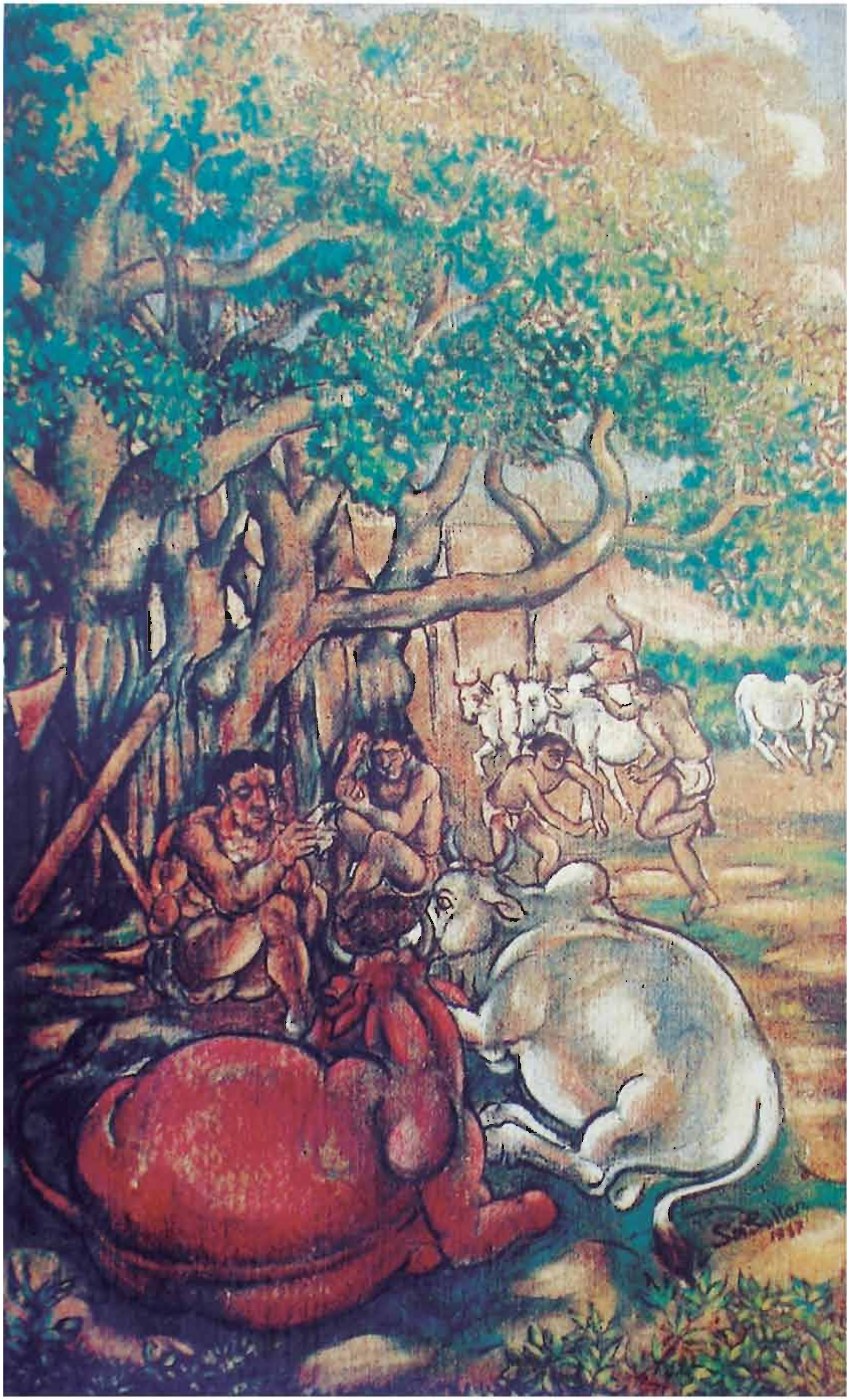

এস এম সুলতান অবসর-সময়ে তেল রঙ

সফিউদ্দিন আহমেদ | মাছ ধরার জাল | এচিং এ্যাকুয়াটিন্ট

মোহাম্মদ কিবরিয়া | স্বাধীনতা | তেল রঙ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিতি	১-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	খেয়াল খুশিমতো ছবি আঁকা	৫-৮
তৃতীয় অধ্যায়	অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	৯-১৩
চতুর্থ অধ্যায়	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	১৪-১৯
পঞ্চম অধ্যায়	রেখাচিত্র অঙ্কন	২০-২৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রঙ করা	২৪-২৭
সপ্তম অধ্যায়	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	২৮-৩১
অষ্টম অধ্যায়	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	৩২-৩৬
নবম অধ্যায়	রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	৩৭-৪০
দশম অধ্যায়	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	৪১-৪৪

দ্বিতীয় শ্রেণি

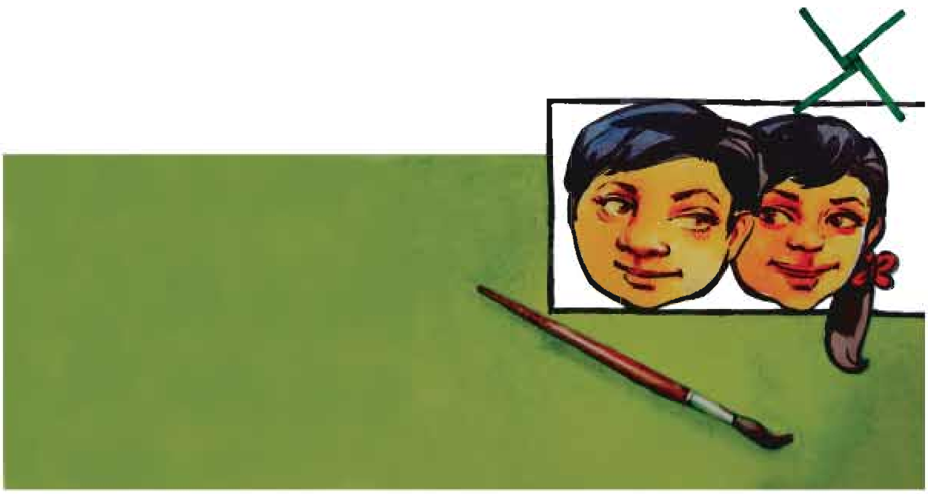

প্রথম অধ্যায়

ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, প্যাস্টেল রঙ, কালার প্যালেট ও তুলির সাথে পরিচিত হবে।

শিখন ফল

১.১.১ ছবি আঁকার কাগজ, যেমন –সাধারণ সাদা কাগজ, অফসেট পেপার, কার্টিজ পেপার ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.২ ছবি আঁকার উপযোগী পেন্সিল যেমন– 2B, 3B, 4B, 6B, গ্লাস মার্কিং পেন্সিল ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.৩ ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঙিন পেন্সিল, জল রঙ, অয়েল প্যাস্টেল, ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.৪ বিভিন্ন মাপের জল রঙ- এর উপযোগী তুলি যেমন– ২, ৪, ৬ নং তুলি ইত্যাদি চিনতে পারবে।

পাঠ বিভাজন - ২টি পাঠ

পাঠ–১

পূর্বের শ্রেণির ন্যায় এ শ্রেণিতেও শিক্ষক শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপকরণের সাথে পরিচিতিসহ সে সব উপকরণের ব্যবহার কৌশল, নিয়মকানুন এবং উপকরণের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ দেবেন। সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক পরিবেশে উপকরণগুলো যেমন, বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও পেন্সিলের মাধ্যমে শিশুদের ছবি আঁকতে উৎসাহ দেবেন।

শিখন ফল

১.১.১ ছবি আঁকার কাগজ যেমন–সাধারণ সাদা কাগজ, অফসেট পেপার, কার্টিজ পেপার ইত্যাদি চিনতে পারবে এবং ব্যবহার করতে পারবে।

১.১.২ ছবি আঁকার উপযোগী পেন্সিল যেমন– 2B, 3B, 4B, 6B, গ্লাস মার্কিং পেন্সিল ইত্যাদি চিনতে পারবে এবং ব্যবহার করতে পারবে। জলরঙ, প্যাস্টেল রঙ চিনতে পারবে।

উপকরণ

ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার কাগজ, পেন্সিল ও রঙিন পেন্সিল। জলরঙ, পোস্টার রঙ, মোম প্যাস্টেল।

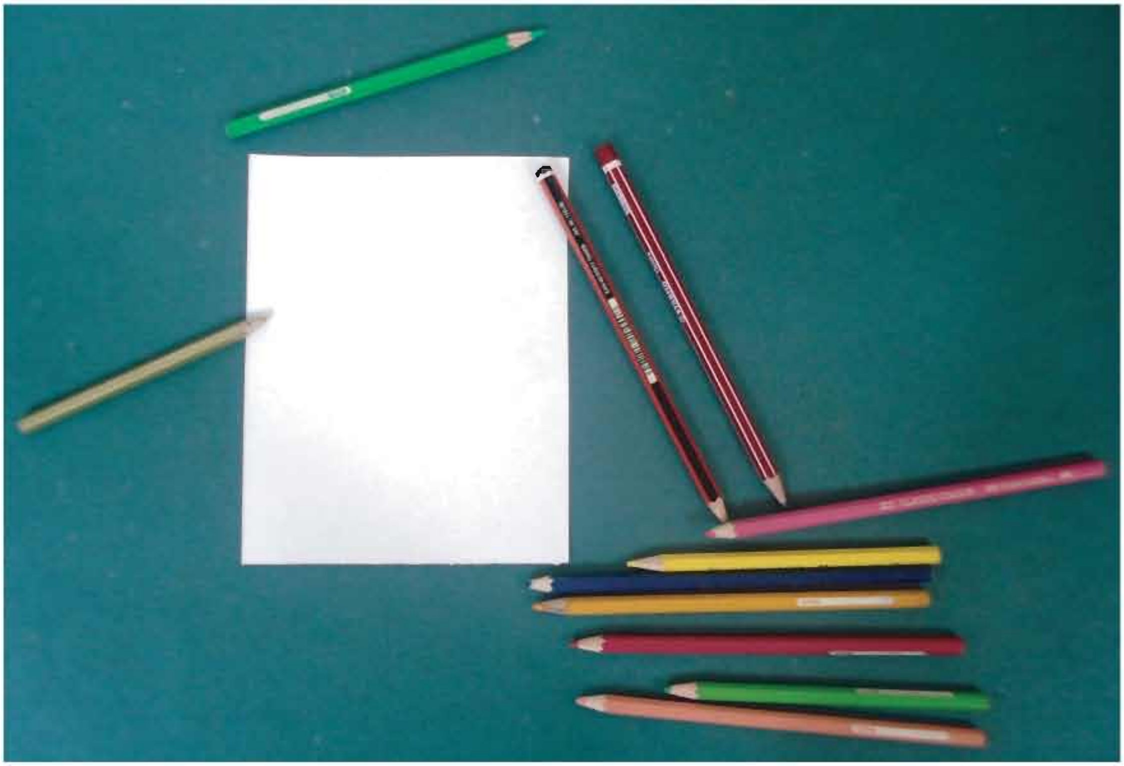

বিষয় বস্তু

১.১.১ ছবি আঁকার প্রয়োজনীয় উপকরণ ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা বিভিন্ন প্রকার কাগজ ব্যবহার এবং কাগজের ভিন্নতা সম্পর্কে জানার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার পেন্সিলের ব্যবহার অর্থাৎ কোন পেন্সিলে হালকা কোন পেন্সিলে গাঢ় দাগ হয় সে সম্পর্কেও জানবে। এ ছাড়াও ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঙিন পেন্সিলের ব্যবহার সম্পর্কে শিশুরা অবহিত হবে এবং জলরঙ, প্যাস্টেল রঙ ইত্যাদির ব্যবহার জানবে। প্রয়োজনে শিশুদের আনন্দদানের জন্য শিক্ষক এসকল উপকরণ ব্যবহার করে একটি ছবি এঁকে ক্লাসে দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার সহজলভ্য কাগজ ব্যবহার করা এবং কাগজের যে দিকটা তুলনামূলক খসখসে সেদিকে ছবি আঁকার জন্য নির্দেশনা দেবেন।

ছবি আঁকার উপযুক্ত তুলনামূলক নরম পেন্সিল এবং রঙিন পেন্সিল চিনতে সাহায্য করাসহ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা বা নির্দেশনা প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার কাগজ, পেন্সিল ও রঙিন পেন্সিলের ব্যবহার সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে কিনা বা প্রয়োগ করতে পেরেছে কিনা শিক্ষক তা পরখ করবেন। কোনো শিশু এর ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক ধারণা না পেয়ে থাকলে শিক্ষক তাকে পুনরায় বুঝতে সাহায্য করবেন।

পাঠ—২

পূর্বের পাঠে শেখা উপকরণের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি মনে আছে কিনা শিক্ষক এ পাঠে শিশুদের কাছে জেনে নেওয়ার পাশাপাশি জল রঙ-এ ছবি আঁকার কৌশল সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করবেন। এ সময় শিশুদের বিভিন্ন মাপের জল রঙ-এর উপযোগী তুলি ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও এসব উপকরণ সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। এই পাঠে মোম প্যাস্টেল ও মোম প্যাস্টেল উপযোগী কাগজ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেবেন।

শিখন ফল

১.১.৩ ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঙ যেমন—মোম বা অয়েল প্যাস্টেল, জল রঙ, পোস্টার রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।

১.১.৪ বিভিন্ন মাপের জল রঙ-এর উপযোগী তুলি যেমন—২, ৪, ৬ নং ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।

উপকরণ

বিভিন্ন প্রকার রঙ যেমন—মোম বা অয়েল প্যাস্টেল, জল রঙ, রঙ গোলাবার প্যালেট, তুলি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

ছবি আঁকার প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে জানা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রকার রঙ, যেমন—মোম বা অয়েল প্যাস্টেল, জল রঙ, পোস্টার রঙ ইত্যাদির ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন পাশাপাশি বিভিন্ন মাপের তুলি এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করবেন এবং কোন কাগজে কোন রঙ-এ ছবি আঁকার জন্য তুলনামূলক ভালো, বেশি ভালো সে সম্পর্কেও শিশুদেরকে অবহিত করবেন। শিক্ষক অবশ্যই শ্রেণি কক্ষে শিশুদেরকে এ সকল উপকরণের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দেবেন এবং বলে বোঝাবেন। সম্পূর্ণ পাঠটি যেন শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শিশুরা নিজেরাই নিজেদের ছবি এঁকে এইসব ধারণা নেবে। শিক্ষক সব রকম সহায়তা করে যাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ধারণা প্রদান করবেন এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

জল রঙ করার ও পোস্টার রঙে ছবি আঁকার উপযুক্ত বিভিন্ন মাপের তুলি সম্পর্কে শিক্ষক শিশুদেরকে ধারণা দেবেন। শিশুদেরকে বাড়িতে উপকরণগুলো ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন। অন্যান্য উপকরণ বিষয়েও যথাযথ ধারণা দেবেন।

মূল্যায়ন

শিশুদেরকে দেখানো উপকরণগুলো সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছে বা আকৃষ্ট হয়েছে কিংবা শিশুরা এসব উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকা দেখে আনন্দ পেয়েছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কোনো শিশু উপকরণগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পেয়ে থাকলে শিক্ষক ধৈর্য নিয়ে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খেয়াল খুশিমতো ছবি আঁকা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ শিশু তার ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে। সে নিজেই ঠিক করে নেবে সে কোন বিষয়ে ছবি আঁকবে।

শিখন ফল

২.১.১. শিশু তার নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে পারবে।
২.১.২ ছবি আঁকার বিষয়বস্তু নিজেই নির্ধারণ করতে পারবে।
২.১.৩ শিশুর কল্পনা শক্তি বিকশিত হবে।

পাঠ বিভাজন- ২টি পাঠ

পাঠ—১

শিশু তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে দেখার মাধ্যমে শিখতে থাকে এবং সে নিজের মনের জগতের সাথে মিলিয়ে তা স্বাধীনভাবে দৃশ্যায়ন করে। ফলে শিশুর মনে তৈরি হয় এক ধরনের সৃজনশীলতা ও সৃষ্টির সাহস। এই পাঠে শিশু তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে দেখা কোনো কিছুর ছবি যা তার ভালো লাগে যেমন তার পছন্দের ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা ইত্যাদির ছবি ইচ্ছেমতো আঁকবে। এছাড়াও শিশু তার নিজের বাড়ির পরিবেশের ছবিও আঁকতে পারবে।

শিখন ফল

২.১.১ শিশু নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে পারবে।
২.১.২ ছবি আঁকার বিষয়বস্তু নিজেই নির্ধারণ করতে পারবে।

উপকরণ

ছবি আঁকার উপযোগী সহজলভ্য বিভিন্ন প্রকার কাগজ, পেন্সিল, রঙিন পেন্সিল, মার্কার কলম, জলরঙ, প্যাস্টেল রঙ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

২.১.১ স্বাধীনভাবে ছবি আঁকা যেমন–শিশুর পছন্দের ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা বা নিজের বাড়ির পরিবেশ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে তার পছন্দের যে কোনো বিষয় বা ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা বা নিজের বাড়ির পরিবেশ আঁকতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের পছন্দমতো রঙ করতে বলবেন। কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ না করে শিশু যেন তা আনন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং শিশুদেরকে বিভিন্ন রকম উৎসাহমূলক বাক্য বা উক্তি শুনিয়ে ছবি আঁকতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে।
শিক্ষক শিশুদেরকে বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা দেবেন যাতে করে শিশুরা মুক্ত চিন্তা করতে পারে এবং কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তার কল্পনা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে।

মূল্যায়ন

শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে তাদের পছন্দের মতো বিষয়, কল্পনার বিষয়, তারপর ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা বা তার নিজের পরিবেশের ছবি আঁকতে এবং রঙ করতে পারছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। কোনো শিশু যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে তাকে উৎসাহমূলক উক্তির মাধ্যমে তা সম্পন্ন করার জন্য সাহায্য করবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো ছবি এঁকে রঙ করবে। তবে প্রথম পাঠ থেকে এই পাঠের ব্যতিক্রম হলো, এই পাঠে শিশুরা যাতে তাদের কল্পনা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য শিক্ষক বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ছবি আঁকার উৎসাহকে বৃদ্ধি করবেন।

শিখন ফল

২.১.২ শিশু তার কল্পনা শক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। শিশু হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী।

উপকরণ

বিভিন্ন প্রকার কাগজ, পেন্সিল, অয়েল বা মোম প্যাস্টেল, জল রঙ, পোস্টার রঙ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু
স্বাধীনভাবে মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে ছবি আঁকা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
এই পাঠে শিশুরা তাদের পছন্দের বা কল্পনার যে কোনো ছবি এঁকে ইচ্ছেমতো রঙ করবে। শিক্ষক গল্পের মাধ্যমে শিশুদেরকে কোনো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবেন এবং শিশুরা যেন সে গল্পকে নিজের ইচ্ছেনুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে বিষয়ে শিশুদের চিন্তার পথকে প্রসারিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষক শিশুদেরকে বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা দেবেন যাতে করে শিশুরা মুক্ত চিন্তা করতে পারে এবং কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তার কল্পনা শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে।
গল্পের ছলে শিক্ষক শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে ছবি আঁকতে উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন
শিশুরা তাদের কল্পনা শক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিশুদের সাথে গল্পের ছলে তাদের মনের ইচ্ছে বা কল্পনার কথা জেনে নেবেন এবং সে অনুযায়ী শিশুদের উৎসাহ প্রদান করবেন। তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া শিশুর দিকে বিশেষ নজর রাখবেন ও সাহস যোগাবেন। শিশু তিরস্কার মনে করে এমন কোনো মন্তব্য প্রদান থেকে শিক্ষক বিরত থাকবেন। সম্পূর্ণ ক্লাসটি যেন আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা কিছু দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছেমতো আঁকবে।

শিখন ফল

৩.১.১ শিশু নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারবে।

৩.১.২ ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশু তার পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন– ৩টি পাঠ

পাঠ–১

এই পর্যায়ে শিশুরা তাদের নিকটস্থ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ফুল, পাখি, নিজের বাবা-মা, ভাইবোন ইত্যাদি বিষয় নির্বাচন করে ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে।

উপকরণ

ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ, পেন্সিল, রঙ পেন্সিল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল ইত্যাদি।

বিষয় বস্তু

৩.১.১ নিজের কল্পনা-প্রসূত বিষয়, ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ফুল-পাখি, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা তাদের কল্পনা, স্বপ্ন ও দৈনন্দিন দেখা নিকটস্থ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে। শিশুরা যাতে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাস্তবে নিজের মতো রূপ দিতে পারে শিক্ষক সে বিষয়ে তাদের উৎসাহ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদেরকে তাদের ইচ্ছেমত ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকায় শিক্ষক উৎসাহ যোগাবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা ছবি আঁকার মাধ্যমে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যাতে ঘটাতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবে। প্রয়োজনে তাদের আঁকা ছবি সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং শিশুরা আরও যাতে বেশি ছবি আঁকার প্রতি যত্নশীল হয় সে ধরনের কথা বলে তাদের উৎসাহ যোগাবেন।

পাঠ–২

শিশুরা তাদের পারিপার্শ্বিক গণ্ডি পেরিয়ে যেমন মাঠ, নদী, নৌকা, মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদির ছবি নিজের মতো করে এঁকে রঙ করবে।

শিখন ফল

৩.১.১ শিশুরা বেড়াতে গিয়ে দেখা প্রকৃতি ও পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে বিষয় করে ছবি আঁকতে পারবে।

উপকরণ

ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ, পেন্সিল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল, মোম বা অয়েল প্যাস্টেল ইত্যাদি।

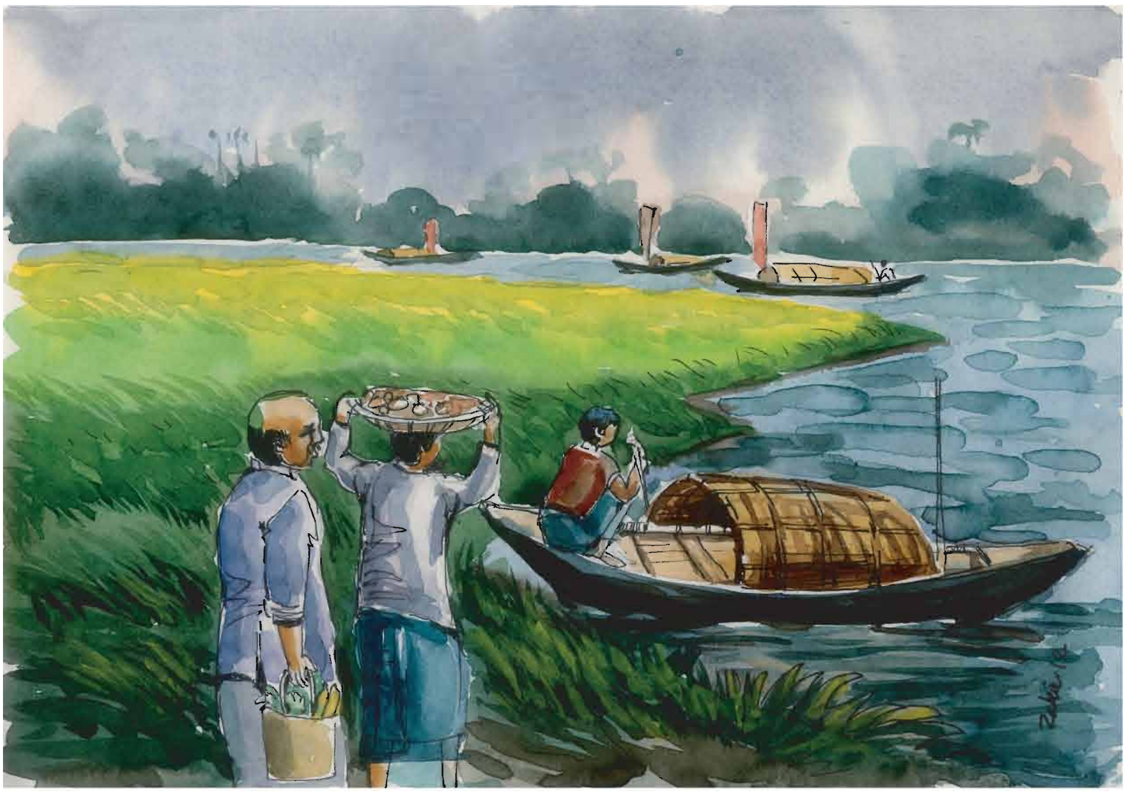

বিষয়বস্তু
মাঠ-নদী, নৌকা, মানুষ, পশু, পাখি প্রকৃতি ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিক্ষক গল্পের মাধ্যমে কোথাও বেড়াতে গিয়ে শিশুর দেখা ও ভালো লাগা বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রকৃতির কথা জানতে চাইবেন এবং সে সব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের ছবি এঁকে রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সাহস যোগাবেন।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষক শিশুদেরকে বেড়াতে গিয়ে দেখা ও ভালো লাগা বিষয়ের উপর ছবি আঁকতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক গল্পের মাধ্যমে কোনো স্থানের ছবি এঁকে বা পূর্বে আঁকা কোনো দর্শনীয় স্থানের ছবি শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রদর্শন করবেন।

মূল্যায়ন
শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ছবি আঁকতে পারছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে যদি কোনো শিশু তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পিছিয়ে থাকে তবে শিক্ষক উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শিশুর মনের ভাব প্রকাশে সাহসী হতে সাহায্য করবেন। তুলনামূলক ভালো ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠ–৩
এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে দর্শনীয় কোনো বিশেষ স্থানের গল্প শোনাবেন এবং শিশুরা তখন কল্পনায় যে যার মতো করে সাজিয়ে সে স্থানের ছবি আঁকবে এবং সে স্থানে বেড়াতে যেতে আগ্রহী হবে। এর পর শিক্ষকগকে কাছে শোনা গল্প অবলম্বনে অথবা তার কল্পনার কোনো স্থান বা তার আত্মীয়-স্বজনের ছবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবি আঁকবে।

শিখন ফল
৩.১.২ শিশুরা গল্পে শোনা অথবা কল্পনার জগৎ অথবা চেনা-অচেনা বস্তু বা স্থানকে বিষয় করে ছবি আঁকতে পারবে।

উপকরণ
কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, অয়েল প্যাস্টেল, জল রঙ, তুলি, রঙ গোলাবার প্যালেট ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

শিশুর দেখা কোনো দর্শনীয় স্থান বা কল্পনার কোনো বিশেষ স্থান ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদের কাছে গল্পের মাধ্যমে, দাদাবাড়ি, নানাবাড়ি বা কোনো দর্শনীয় স্থানের কথা জানতে চাইবে বা তিনি কোনো বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানের গল্প শোনাবেন এবং শিশুদের সে বিষয়ে ছবি এঁকে ইচ্ছেমতো রঙ করতে বলবেন । প্রয়োজনে শিক্ষক কোনো বিশেষ ছবি, অন্য শিশুদের আঁকা সুন্দর ছবি শ্রেণি কক্ষে দেখাবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদের কল্পনার জগৎকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার গল্প শোনাবেন, সেসব স্থানে বেড়াতে যেতে উৎসাহিত করবেন বা অচেনা জিনিস চিনতে উৎসাহিত করবেন এবং এসব কিছুকে বিষয় করে ছবি আঁকতে আগ্রহী করে তুলবেন ।

মূল্যায়ন

শিশুরা তাদের কল্পনায় আঁকা ছবিকে বাস্তবে এঁকে রঙ করতে পারছে কিনা শিক্ষক তা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবেন । প্রয়োজনে শিক্ষক শিশুর কল্পনার ছবি সম্পর্কে জেনে নেবেন এবং তাদের উৎসাহ দেবেন । তুলনামূলক এগিয়ে থাকা বা ভালো ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন । পিছিয়ে থাকা শিশুদের কাজ সম্পন্ন করতে সাহস যোগাবেন ।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ণমালা লেখা/ সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ শিশুর স্বাভাবিক বাংলা ইংরেজি লেখা সঠিক এবং সুন্দরভাবে লিখতে শেখা।

শিখন ফল

৪.১.১ শিশু তার স্বাভাবিক বাংলা ও ইংরেজি লেখা সঠিক এবং সুন্দরভাবে শিখতে পারবে।

৪.১.২ সুন্দর হস্তাক্ষর চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোনো প্রকার লেখনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রুচি এবং সৌন্দর্য বোধের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

পাঠ বিভাজন– ৪টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা সুন্দর ও সঠিকভাবে বাংলা বর্ণমালা সাদা কাগজ ও বোর্ডের উপর লেখার অভ্যাস করবে।

শিখন ফল

৪.১.১ শিশু তার স্বাভাবিক বাংলা বর্ণমালা সঠিক ও সুন্দরভাবে লিখতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল।

বিষয়বস্তু
সুন্দর হস্তাক্ষরে বাংলা বর্ণমালা লেখার চর্চা করা ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিক্ষক সাদা কাগজে শিশুদেরকে সুন্দরভাবে লাইন সোজা করে বাংলা বর্ণমালা লেখার জন্য বলবেন । শিশুরা যেন প্রতিটি অক্ষর বড় বড় করে লেখে এবং পাশাপাশি অক্ষরগুলো যেন একই মাপের এবং বড় বড় হয় সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন ।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষক শিশুদেরকে খাতায় বাংলা বর্ণমালা সুন্দর করে লিখতে সহযোগিতা করবেন । প্রয়োজনে শিক্ষক ছাপানো বর্ণমালা শিশুদের দেখাবেন এবং বড় বড় করে লিখতে উৎসাহিত করবেন ।

মূল্যায়ন
শিশুরা সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে বর্ণমালা সুন্দর এবং লাইন সোজা করে লিখতে পারছে কিনা সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন । প্রয়োজনে একই অক্ষর বার বার লেখার অভ্যাস করাবেন । শ্রেণিকক্ষে তুলনামূলক ভালো লেখাটি সকল শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রদর্শন করবেন ।

পাঠ–২
এই পাঠে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে মার্কার কলম দিয়ে বোর্ডে লেখার অভ্যাস করবে ।

শিখন ফল
৪১.১ শিশুরা খাতা পেন্সিলের পরিবর্তে মার্কার কলম দিয়ে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে বাংলা বর্ণমালা লেখার চেষ্টা করবে । ফলে শিশুরা মনের জড়তা কাটিয়ে নিজের লেখাকে সকলের সামনে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাতে উৎসাহী হবে ।

উপকরণ
বোর্ড, মার্কার কলম ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে মার্কার কলমের সাহায্যে বোর্ডে লেখার জন্য উৎসাহ যোগাবেন। অক্ষরগুলো যেন বড় এবং মোটা হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে বোর্ডে মার্কার কলমের সাহায্যে বাংলা বর্ণমালা সুন্দর ও লাইন সোজা করে লিখতে সহযোগিতা করবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা মার্কার কলম দিয়ে বাংলা বর্ণমালা সুন্দর ও লাইন সোজা করে লিখতে পারছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। কোনো শিশু বোর্ডে লেখার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করলে তাকে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে আনন্দ দিয়ে বোর্ডে লেখার জন্য সহযোগিতা করবেন।

পাঠ–৩

এই পাঠে শিশুরা সুন্দর ও সঠিকভাবে ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে শিখবে।

শিখন ফল

৪.১.১ শিশু তার স্বাভাবিক ইংরেজি লেখা সঠিক ও সুন্দরভাবে লিখতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ ও পেন্সিল।

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

বিষয়বস্তু

সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজি লেখার চর্চা করা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদেরকে এই পাঠে সাদা কাগজে সুন্দরভাবে লাইন সোজা করে ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে ছাপানো অক্ষর বা পূর্বে নিজে তৈরি করা অক্ষর শ্রেণিকক্ষে শিশুদের দেখাবেন। শিশুরা যেন ইংরেজি বর্ণমালা বড় বড় করে লিখতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক সুন্দর কোনো লেখা উপস্থাপন করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা ইংরেজি বর্ণমালা সুন্দর করে লেখার চর্চা করবে।

মূল্যায়ন

শিশুরা যেন সাদা কাগজে ইংরেজি বর্ণমালা সঠিক সুন্দর ও লাইন সোজাভাবে লিখতে পারে সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। যে সকল শিশুরা বর্ণমালা সুন্দরভাবে লিখতে পিছিয়ে আছে শিক্ষক প্রয়োজনে তাদের বার বার লিখতে উৎসাহিত করবেন। এ ধরনের চর্চার মাধ্যমে শিশুরা যেন তাদের লেখা পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে পারে সেদিকে শিক্ষক যত্নশীল হবেন। প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত ভালো লেখা শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন।

পাঠ–৪

এই পাঠে শিশুরা মার্কার কলম দিয়ে বোর্ডে মোটা ও বড় করে ইংরেজি বর্ণমালা লেখা শিখবে।

শিখন ফল

৪.১.২ সুন্দর হস্তাক্ষর চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোনো প্রকার লেখনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রুচি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

উপকরণ

বোর্ড, মার্কার কলম।

বিষয়বস্তু

৪.১. সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজি লেখার চর্চা করা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুদেরকে মার্কার কলমের সাহায্যে বোর্ডে ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিশুরা যাতে ইংরেজি অক্ষরগুলো বড়, মোটা ও সুন্দরভাবে লিখতে পারে সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন। প্রয়োজনে ইংরেজি বর্ণমালার নমুনা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পূর্ব থেকে সংগ্রহ করে বা তাৎক্ষণিক বোর্ডে লিখে শিশুদের দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষকগণ ইংরেজি বর্ণমালা সুন্দর করে লেখার চর্চা করাবেন। প্রয়োজনে অক্ষরগুলো মোটা, চিকন বিভিন্নভাবে শিশুরা লিখবে। লেখার সময় যেন অক্ষরগুলো একই মাপের হয় শিক্ষকগণ সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা ইংরেজি বর্ণমালা মার্কার কলম দিয়ে ঠিকমতো লিখতে পারছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শিশুরা বর্ণমালা বোর্ডে লিখতে যেন কোনো প্রকার ভয় না পায় এবং খেলার ছলে যেন লিখতে সাহস পায় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শ্রেণিকক্ষে তুলনামূলক ভালো লেখা শিক্ষক সংগ্রহ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেবেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

রেখাচিত্র অঙ্কন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ ছবি আঁকার কাগজে শুধু রেখা দিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের নকশা তৈরি করানো।

শিখন ফল

৫.১.১ মুক্ত হস্তে শুধু রেখা দিয়ে নকশা আঁকতে পারবে।

৫.১.২ কোনো প্রকার মাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়া যে কোনো কাজ সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করবে।

পাঠ বিভাজন– ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা মুক্ত হস্তে বিভিন্ন রকম জ্যামিতিক ফর্ম যেমন, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত অঙ্কন করবে।

শিখন ফল

৫.১.১ মুক্ত হস্তে শুধ রেখা দিয়ে বিভিন্নরকম নকশা আঁকতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল, বিভিন্ন প্রকার রঙিন পেন্সিল।

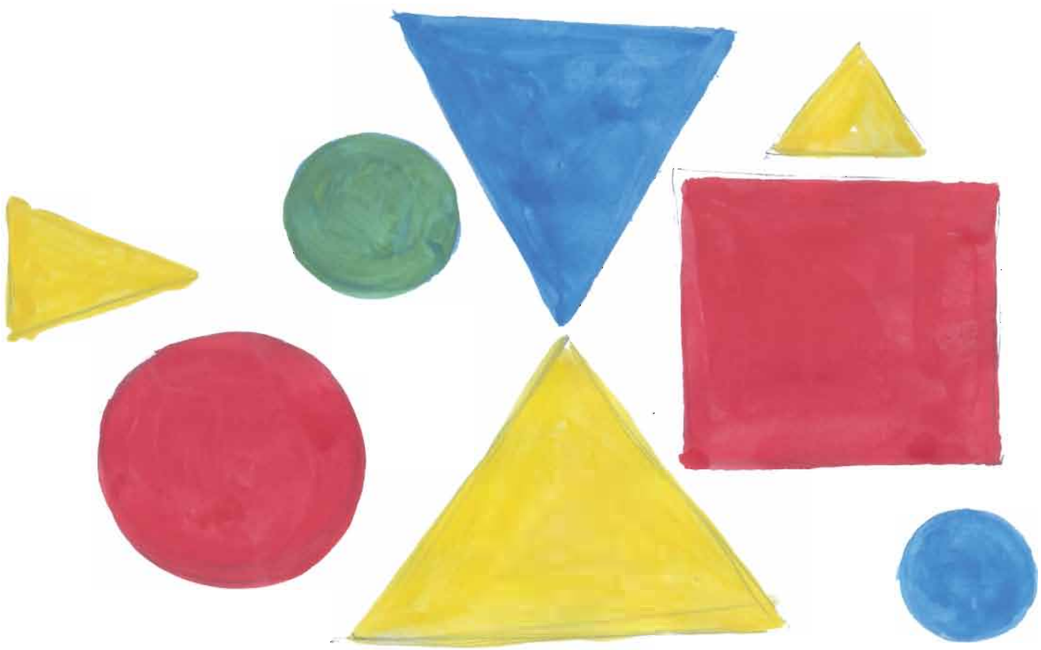

বিষয়বস্তু
রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার নকশা অঙ্কন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিশুরা এই পাঠে সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে মুক্ত হস্তে বিভিন্নরকম নকশা যেমন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি যেন আঁকতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশনা দেবেন। অঙ্কিত সে সব ঘরগুলো শিশুরা ইচ্ছেমতো রঙে ভরাট করবে।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষক শিশুদের মুক্ত হস্তে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত আঁকতে শেখাবেন এবং সেগুলোতে ইচ্ছেমতো রঙ দিয়ে ভরাট করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পূর্ব থেকেই এ ধরনের জ্যামিতিক ফর্ম তৈরি করে রঙে ভরাট করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন। রঙে ভরাট করার সময় যেন রঙ অঙ্কিত ফর্মের বাইরে না যায় শিক্ষক শিশুদের সেভাবেই নির্দেশনা দেবেন। সাদা কাগজে শিশুদের খেলার ছলে খুব দ্রুত ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত চর্চা করাবেন ফলে বিষয়টি তাদের কাছে খেলায় পরিণত হবে এবং শিশুরা মজা করে সে কাজটি করবে।

মূল্যায়ন
শিশুরা সাদা কাগজে মুক্ত হস্তে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত আঁকতে পারছে কিনা এবং তা ইচ্ছেমতো রঙে ভরাট করতে পারছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। অঙ্কিত ফর্মগুলো রঙ দিয়ে ভরাট করার সময় কোথাও সাদা থাকছে কিনা বা রঙ বাইরে যাচ্ছে কিনা সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

পাঠ–২
এই পাঠে শিশুরা পূর্বের পাঠে শেখা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বৃত্ত ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার নকশা তৈরি করবে এবং ইচ্ছেমতো রঙ করবে। ফলে শিশুদের মনে নকশার মাধ্যমে ভালো কিছু উপস্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত হবে।

শিখন ফল
কোনো প্রকার মাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়া যে কোনো কাজ সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করবে।

উপকরণ
কাগজ, পেন্সিল, রঙ পেন্সিল/গ্লাস মার্কিং পেন্সিল।

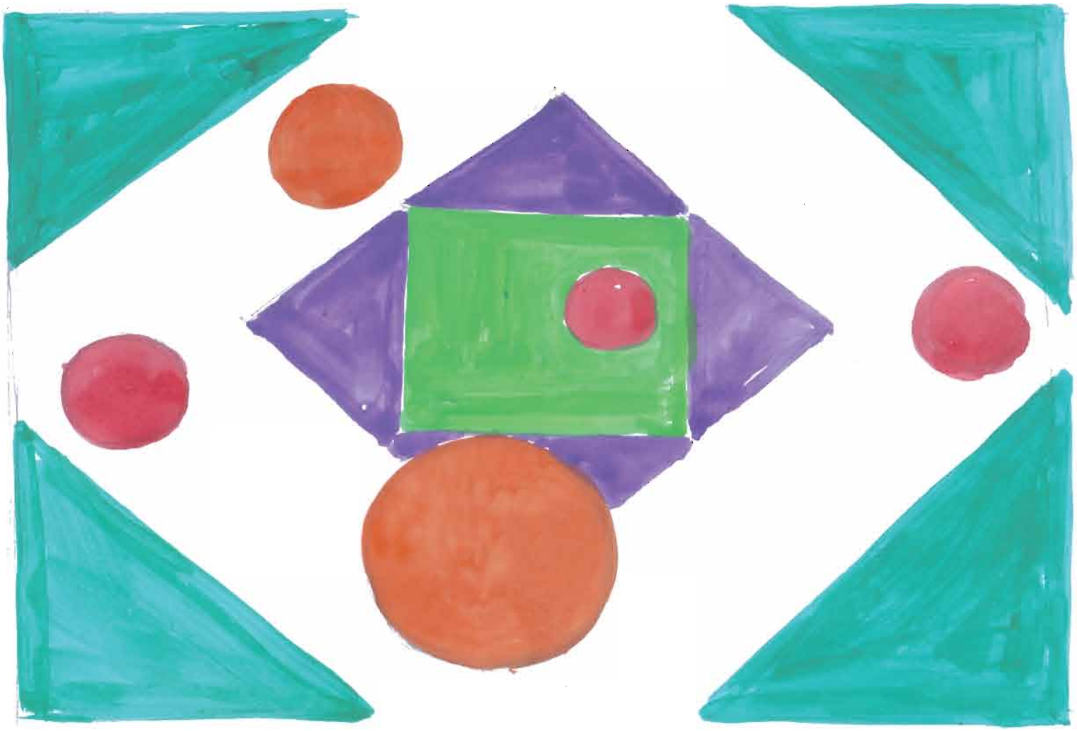

বিষয়বস্তু

মুক্ত হস্তে রেখার মাধ্যমে নকশা অঙ্কন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা পূর্বের শেখা ফর্মগুলো সমন্বয়ে বিভিন্ন রকম নক্‌শা তৈরি করবে। শিক্ষক শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য পূর্বেই ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের সমন্বয়ে সহজভাবে একটি নকশা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে শিশুদের দেখাবেন এবং শিশুদের ইচ্ছেমতো নকশা তৈরিতে উৎসাহিত করবেন। তারপর সেগুলো তাদের ইচ্ছেমতো রঙে ভরাট করতে বলবেন। প্রতিটি ঘর যেন সম্পূর্ণ ভরাট হয় এবং রঙগুলো যাতে ঘরের বাইরে না যায় সে বিষয়ে শিক্ষক শিশুদের নির্দেশনা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক অঙ্কিত সব বিষয়গুলোর সমন্বয়ে নকশা আঁকতে শেখাবেন।

রঙিন পেন্সিল অথবা গ্লাস মার্কিং পেন্সিলের মাধ্যমে শুধু রেখার মাধ্যমে ফর্মগুলো আঁকতে শেখাবেন।

সব ফর্মগুলো একত্রে ব্যবহার করে শিশুদের নকশা তৈরি করে শিক্ষক তা তাদের ইচ্ছেমতো রঙে ভরাট করতে নির্দেশনা দেবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক ফর্ম ব্যবহার করে ঠিকমতো নকশা তৈরি করতে পারছে কিনা, কিম্বা কোনো শিশু নক্‌শা তৈরিতে পিছিয়ে আছে কিনা বা শিশুরা আনন্দ পাচ্ছে কি না শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। অঙ্কিত নক্‌শা তাদের ইচ্ছেমতো রঙে ভরাট করতে পারছে কিনা কিম্বা ঘরগুলো কোথাও খালি থাকছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। সম্পূর্ণ পাঠটি যেন আনন্দদায়ক হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ মৌলিক এবং মিশ্রিত রঙগুলোর সাথে ফুল, পাখি, গাছ-পালার রঙ মেলাতে শেখা ।

শিখন ফল

৬.১.১ মৌলিক রঙগুলো ভালো করে চিনবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে ।

৬.১.২ একটি মৌলিক রঙের সাথে অপর একটি মৌলিক রঙ মেশালে যে মিশ্রিত রঙ তৈরি হয় সে সম্পর্কে সঠিকভাবে বলতে পারবে ।

৬.১.৩ মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতির ফুল, পাখি, গাছ-পালার রঙের সম্পর্ক নির্ণয়সহ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে ।

পাঠ বিভাজন– ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে পূর্বে শেখা মৌলিক রঙগুলো একটির সাথে অপরটি মিশিয়ে একটি নতুন রঙ তৈরি করা শিখবে এবং মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতির বিভিন্নরকম ফুল ও পাখির সাথে সমন্বয় করতে পারবে এবং তার ব্যবহার করতে পারবে ।

শিখন ফল

৬.১.১ মৌলিক রঙগুলো ভালো করে চিনবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে ।

৬.১.৩ মৌলিক রঙের পাশাপাশি শিশুরা একটি রঙের সাথে অপর একটি রঙ মিশিয়ে মিশ্রিত রঙ সম্পর্কে বলতে পারবে এবং ব্যবহার করতে পারবে ।

উপকরণ

জলরঙ, প্যাস্টেল রঙ, বিভিন্ন প্রকার রঙিন ছবির বই ইত্যাদি ।

বিষয়বস্তু

লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো, কমলা, গোলাপী, বেগুনী, আকাশী, খয়েরী ইত্যাদি রঙ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদেরকে খেলার ছলে মৌলিক রঙসহ একটি রঙের সাথে অন্য রঙ মিশিয়ে তৈরিকৃত রঙগুলো সাদা কাগজে লাগাতে উৎসাহ দেবেন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ ফুল, পাখি ইত্যাদির সাথে রঙগুলোর সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পেতে উৎসাহিত করবেন। সাথে সাথে শিশুদেরকে শনাক্তকৃত রঙগুলোর নাম সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দেবেন। আনন্দদায়ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্নরকম রঙ সম্পর্কে ধারণা থেকে তাদের পছন্দের ফুল বা পাখি ইত্যাদি সাদা কাগজে এঁকে তাতে রঙ দিয়ে ভরাট করার জন্য শিশুদেরকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে মৌলিক রঙ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

জলরঙ ব্যবহার করে একটির সাথে অন্যটি মিশিয়ে নানারকম রঙ তৈরি করা শিখবে। এভাবে মৌলিক ও মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতির রঙের সাদৃশ্য খুঁজে পাবে এবং রঙ করা শিখবে। নিজের সৃষ্টির মধ্যে শিশুরা আনন্দ খুঁজে পাবে।

মূল্যায়ন

শিশুরা বিভিন্ন প্রকার রঙের মিশ্রণের ফলে যে রঙ তৈরি হয় তার সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের রঙের সাথে সাদৃশ্য ঠিকমতো বুঝতে পারছে কিনা এবং মিশ্রণের ফলে তৈরি রঙের নাম জানতে পারছে কিনা শিক্ষক তা পরখ করতে সচেষ্ট থাকবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা মৌলিক ও মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতি যেমন, গাছপালা, নদী, মাঠ, আকাশ ইত্যাদির সাথে মিল খুঁজতে শিখবে এবং প্রয়োগ করা শিখবে।

শিখন ফল

৬.১.৩ মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতির রঙের সম্পর্ক নির্ণয়সহ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

জলরঙ, বিভিন্ন প্রকার তুলি, কালার প্যালেট, পানির পাত্র ইত্যাদি।

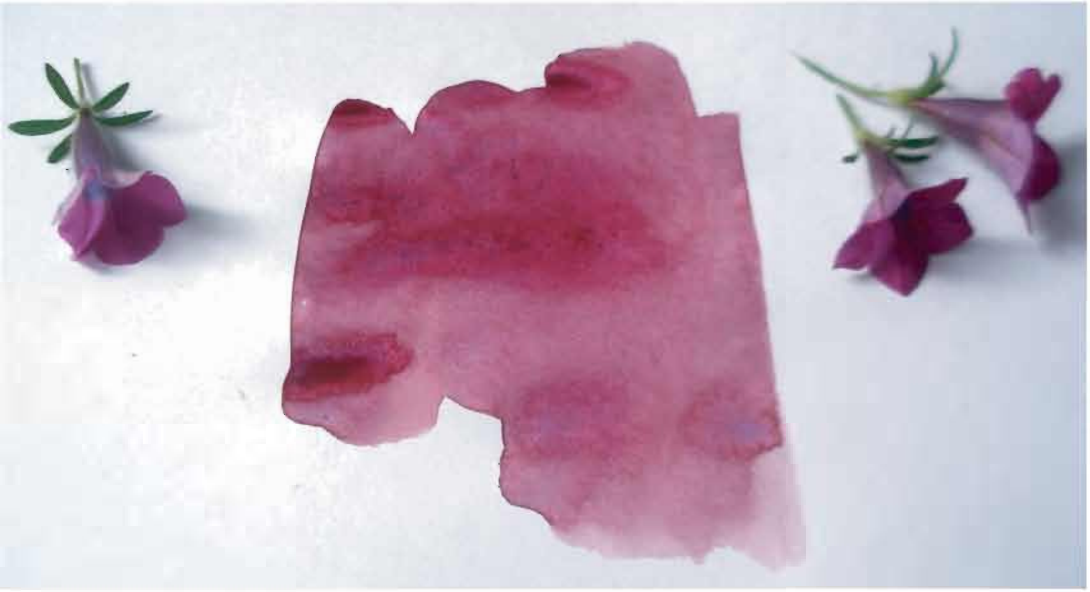

বিষয়বস্তু

মৌলিক রঙ ও বিভিন্ন প্রকার মিশ্রিত রঙের সাথে প্রকৃতির রঙের সাদৃশ্য এবং তার ব্যবহার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক এই পাঠে শিশুদেরকে খেলার মাধ্যমে একটি রঙের সাথে অন্য একটি রঙ মিশিয়ে সাদা কাগজে লাগাতে নির্দেশনা দেবেন। শিশুদেরকে তাদের তৈরিকৃত রঙের সাথে প্রকৃতির ঘর, গাছপালা, মাঠ, নদী, আকাশ ইত্যাদির রঙের সাথে সাদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং প্রকৃতির যে বিষয় শিশুর ভালো লাগে সেটি এঁকে তাতে রঙ লাগাতে উৎসাহ যোগাবেন। এভাবেই শিশু আনন্দের সাথে তার শিল্পকর্ম রঙে রঞ্জিত করে তুলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক পূর্বে একটি ছবি এঁকে রঙ করে এনে তা শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন বা তাৎক্ষণিক একটি ছবি এঁকে রঙ করে শিশুদের মুগ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা প্রকৃতিতে বিদ্যমান সকল বস্তুর রঙ চিনতে শিখবে এবং নিজের তৈরি মিশ্রিত রঙের মাধ্যমে ফুল, পাখি, গাছপালা ইত্যাদি যথাযথভাবে রঙ করতে শিখবে।

মূল্যায়ন

শিশুরা তাদের মিশ্রিত রঙের মধ্যে তৈরিকৃত নতুন রঙ দিয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ঠিকমতো রঙ করতে পারছে কিনা এবং সে রঙের নাম ঠিকমতো আয়ত্ব করতে পারছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। প্রয়োজনে তুলনামূলক ভালো শিল্পকর্মগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের বিষয় নির্বাচনে কোনো প্রকার মন্তব্য প্রদান থেকে শিক্ষক বিরত থাকবেন। তবে প্রকৃতির রঙের সাথে কতটা মিল আছে সে দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

সপ্তম অধ্যায়

অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাঠখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানানো।

শিখন ফল

৭.১.১ রঙ, তুলি, কালি, পেন্সিলের মাধ্যমে ছবি আঁকার পাশাপশি বিভিন্ন সহজলভ্য এবং ফেলনা জিনিসপত্র দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন – ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা রঙ, তুলি, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি উপকরণের পাশাপাশি অন্যান্য যে সকল উপকরণের মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় সে সকল উপকরণের সাথে পরিচিত হবে। বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে কোন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

শিখন ফল

৭.১.১ শিশুরা প্রচলিত উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকার পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে শিল্পকর্ম তৈরির ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

কাদা-মাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাঠখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

৭.১.১ রঙ, তুলি, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি প্রচলিত উপকরণ ছাড়াও ছবি আঁকার অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক প্রচলিত উপকরণের বাইরে অন্যান্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করে শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় সে বিষয়ে শিশুদের ধারণা প্রদান করবেন। শিশুরা যেন শুধু প্রচলিত উপকরণের উপর নির্ভরশীল না থাকে সে জন্য অন্যান্য উপকরণের সাথে শিশুদেরকে পরিচিত করাবেন। প্রয়োজনে এ সকল উপকরণ, ব্যবহার করে নিজে কোনো শিল্পকর্ম তৈরি করে শিশুদের মাঝে প্রদর্শন করবেন। যাতে শিশুরা এসব উপকরণ ব্যবহার করে শিল্পকর্ম তৈরিতে উৎসাহী হয়।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা বিভিন্নরকম সহজলভ্য ও ফেলনা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শিখবে। সংগৃহীত উপকরণের মাধ্যমে কোন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করা সম্ভব সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এ ধরনের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষক শিশুদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং পরবর্তী পাঠে শিশুদের এ ধরনের উপকরণ ক্লাসে আনার জন্য উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন

নতুন করে পরিচিত হওয়া উপকরণগুলো সম্পর্কে শিশুরা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেল কিনা কিম্বা এসকল উপকরণের মাধ্যমে কোন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি হয় বা উপকরণ সংগ্রহের বিষয়ে শিশুরা সঠিকভাবে জানতে পেরেছে কিনা শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।

পাঠ–২

পূর্বের পাঠের ন্যায় এ পাঠেও শিশুরা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি এসকল উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এর মাধ্যমে নতুন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

উপকরণ

ঝিনুক, নুড়িপাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো, আঠা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

৭.১.১ প্রচলিত উপকরণ ছাড়া ও অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্পকর্ম তৈরি সম্পর্কে জানা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা পূর্বের পাঠে শেখা উপকরণের বাইরে আরও নতুন উপকরণের সাথে পরিচিত হবে এবং উপকরণগুলোর ধরন ও এর থেকে নতুন নতুন শিল্পকর্ম তৈরির কৌশল সম্পর্কে শিক্ষক শিশুদেরকে ধারণা দেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক এ সকল উপকরণ ব্যবহার করে তৈরিকৃত শিল্পকর্ম শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন এবং বাড়িতে তৈরি করতে প্রেরণা যোগাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন প্রকার উপকরণের মাধ্যমে তৈরিকৃত একাধিক শিল্পকর্মের নমুনা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদেরকে উপকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেবেন।

মূল্যায়ন

প্রচলিত উপকরণের বাইরে নতুন নতুন উপকরণ ব্যবহার করে যে নতুন কিছু তৈরি করা যায় শিশুরা সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা পেয়েছে কিনা শিক্ষক সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। শিশুরা আনন্দের সাথে পাঠটি শিখতে পারছে কিনা সেদিকেও শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

অষ্টম অধ্যায়

কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমতো খেলনা, পুতুল, পশুপাখি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।

শিখন ফল

৮.১.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমতো খেলনা, পুতুল, মানুষ, পশুপাখি তৈরি করতে পারবে।

৮.১.২ নিজের দেখা বিষয় বস্তুকে কাদামাটির সাহায্যে আদল দিতে পারবে।

৮.১.৩ নিজের খেলনা নিজের ইচ্ছেমতো তৈরি করার মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন– ৩টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা কাদামাটির মাধ্যমে তার পছন্দের জিনিসের আদল দেওয়ার চেষ্টা করবে। স্বাধীনভাবে কিছু তৈরি করতে পেরে শিশু নিজেই আনন্দ উপভোগ করবে।

শিখন ফল

৮.১.১ শিশুরা খেলার ছলে স্বাধীনভাবে কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমতো নিজের পছন্দের খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি, পানি ও দুই-একটা সরু কাঠি।

বিষয়বস্তু
মাটির তৈরি বিভিন্নরকম খেলনা, পুতুল, মানুষ, পশুপাখি ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
এই পাঠে শিক্ষক শিশুদের হাতে কাদামাটি দেবেন এবং তাদেরকে নেড়েচেড়ে খেলার ছলে তাদের ইচ্ছেমতো বিভিন্নরকম খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন । কিছু তৈরির ব্যাপারে নিদৃষ্ট না করে শিশুরা যেন নিজের খুশিমতো কিছু তৈরি করে সে বিষয় উৎসাহ দেবেন । প্রয়োজনে শিক্ষক মাটি দিয়ে কিছু তৈরি করে শিশুদের দেখিয়ে আনন্দ দেবেন ।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষক শিশুদেরকে খেলার ছলে কাদামাটি টিপে টিপে বিভিন্নরকম খেলনা, পুতুল, মানুষ ইত্যাদির আদল দিতে শেখাবেন এবং তাদের ইচ্ছেমতো খেলনা তৈরিতে উৎসাহ যোগাবেন । শিশুদের তৈরি কাজে শিক্ষক কোনোমতেই হাত লাগাবেন না ।

মূল্যায়ন

শিশুরা ইচ্ছেমত কাদামাটি দিয়ে টিপে টিপে ও ডলে-পিষে তাদের পছন্দের বস্তু বা খেলনা তৈরি করতে পারছে কিনা শিক্ষক সে দিকে লক্ষ রাখবেন। শিশুদের তৈরি অপেক্ষাকৃত ভালো মাটির শিল্পকর্ম শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের মাধ্যমে সকল শিশুকে আরও ভালো শিল্পকর্ম তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা নিজের ইচ্ছেমত বা দেখা যে কোনো জিনিসের রূপ কাদামাটি দিয়ে আদল দিতে শিখবে।

শিখন ফল

৮.১.২ নিজের কল্পনা-প্রসূত ও দেখা বিষয়বস্তুকে কাদামাটির সাহায্যে আদল দিতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি, পানি ও দুই-একটা সরু কাঠি।

বিষয়বস্তু

৮.১.১ শিশুর নিজের দেখা যে কোনো বিষয়বস্তু।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদের কল্পনা-প্রসূত, নিজের দেখা যে কোনো পছন্দের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং কাদামাটি দিয়ে তার আদল দিতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে নিয়ে নিজেই তাৎক্ষণিকভাবে মাটি টিপে টিপে কিভাবে সে বস্তুর আদল দিতে হয় তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদের উপযোগী ও পছন্দের বিভিন্ন জিনিস সহজ-সরলভাবে তৈরি করার বিষয়ে ধারণা দেবেন এবং শিশুরা যাতে নিজেরাই তৈরি করতে আনন্দ পায় সেইভাবে উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা বাস্তবে তার নিজের দেখা কোনো বিষয়বস্তুকে কাদামাটির মাধ্যমে আদল দিতে পারছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। শিশুর তৈরি সে বস্তুকে বর্ণনাসহ সকলের সামনে যাতে প্রদর্শন করতে পারে সে জন্য শিশুদেরকে উৎসাহ দেবেন।

পাঠ–৩

এই পাঠে শিশুরা কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমতো কল্পনার রূপ, বিভিন্ন প্রকার পশু, ঘর-বাড়ি, নৌকা ইত্যাদির আদল দিতে চেষ্টা করবে।

শিখন ফল

৮.১.৩ নিজের খেলনা নিজের ইচ্ছেমতো তৈরি করার মাধ্যমে তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি, পানি ও দুই-একটি সরু কাঠি।

বিষয়বস্তু

৮.১.১ নিজের পছন্দের বিভিন্ন প্রকার বস্তু সামগ্রী, খেলনা, যেমন—পশু, পাখি, ঘর-বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা তাদের পছন্দের যে কোনো বস্তু ও খেলনা কাঁদামাটি দিয়ে তৈরি করবে। এছাড়াও শিশুরা বিভিন্ন প্রকার ঘর-বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি যা তার ভালো লাগে তা কাঁদামাটি দিয়ে তৈরি করবে। কোন কিছু তৈরির ব্যাপারে শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে শিশুর পছন্দের বিষয়ে স্বাধীনতা দেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজের তৈরি বা বাজার থেকে সংগৃহীত শিশুদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খেলনা দেখাবেন। পাশাপাশি এসব সামগ্রী সংরক্ষণ করতে শিশুদের উৎসাহ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সংগৃহীত মাটির তৈরি দেশজ জিনিসপত্র দেখাবেন। শিশুরা যেন বাড়িতে এ ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করতে আগ্রহী হয় শিক্ষক সেইভাবে শিশুদের উৎসাহ দেবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা তাদের পছন্দের বস্তু সামগ্রী, খেলনা নিজেই তৈরি করতে উৎসাহিত হচ্ছে কিনা বা তৈরি করতে পারছে কিনা বা তৈরিতে কোনো প্রকার অনাগ্রহ বা সমস্যাবোধ করছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন। প্রয়োজনে শিশুদের কাছে গিয়ে বাহঃ সুন্দর হচ্ছে ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে শিশুদের আরও উৎসাহ দেবেন। শিশুদের তৈরি অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি শিশুদের মতামতের ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন।

নবম অধ্যায়

রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানারকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ রঙিন কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ছবি বা নক্‌শা তৈরি করা।

৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করা।

শিখন ফল

৯.১.১ রঙিন কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ইচ্ছেমতো ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

৯.১.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন– ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা রঙিন বা সাদা কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ইচ্ছেমতো ছবি বা নকশা তৈরি করে নিজেই আনন্দে মেতে উঠবে।

শিখন ফল

৯.১.১ শিশুরা রঙিন ও সাদা কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ইচ্ছেমতো ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

রঙিন ও সাদা-কালো কাগজ, কাঁচি, আঠা।

বিষয়বস্তু

ফুল, পাখি, নৌকা, ঘর, গাছ, মাছ, প্রজাপতি বা নিজের কল্পনায় যা মনে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা রঙিন বা সাদা-কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে অন্য কাগজের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে ফুল, পাখি, নৌকা ইত্যাদির ছবি আঁকবে। এসব জিনিস ব্যবহার করে কীভাবে ছবি বা নকশা তৈরি করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক পূর্বেই শিশুদেরকে ধারণা প্রদান করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক বিভিন্ন রঙের কাগজ ছিঁড়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে শিশুদের উপযোগী সহজ বিষয় নিয়ে ছবি বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে শেখাবেন এবং সে অনুযায়ী শিশুদেরকে বাড়িতে এসব শিল্পকর্ম তৈরিতে উৎসাহ যোগাবেন। শিশুদের সরাসরি ধারালো সরঞ্জাম ব্যবহার করতে না দিয়ে শিক্ষক নিজেই উপকরণ কাটতে সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ণ

এই পাঠে শিশুরা ঠিকমতো এবং সম্পূর্ণ আনন্দের সাথে কাজটি করতে পারছে কিনা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক অন্যের কাজ সম্পর্কে শিশুদের কাছ থেকে জেনে নেবেন এবং তুলনামূলক ভালো কাজটি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা তাদের সংগ্রহ করা বিভিন্ন রঙের বা প্রিন্টের কাপড়ের টুকরো শক্ত বোর্ড বা কাগজের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইচ্ছেমতো নকশা তৈরি করবে। এই ছবি কোনো জীব-জন্তু, গাছপালা বা দৃশ্যের সঙ্গে না মিললেও অসুবিধা নেই। শিশুরা সুন্দর রঙিন নির্বস্তুক ছবি আঁকলেই হলো। মোটা কাপড়ের উপর আঠা লাগিয়েও ছবি হতে পারে।

শিখন ফল

৯.১.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

শক্ত কাগজ বা বোর্ড, বিভিন্ন প্রকার রঙিন ও প্রিন্টের টুকরো কাপড়, কাঁচি, আঠা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

ফুল, পাখি, নৌকা, ঘর, গাছ, মাছ, প্রজাপতি ও ইচ্ছেমত রঙিন নির্বস্তুক ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক এই পাঠের জন্য টুকরো কাপড় দিয়ে পূর্বে তৈরি কিছু নকশা বা ছবি অথবা সংগ্রহ করা কোনো শিল্পকর্ম শ্রেণিকক্ষে শিশুদেরকে দেখাবেন এবং সেগুলো তৈরির কৌশল সম্পর্কে বোঝাবেন। তারপর শিশুদের সংগ্রহ করা উপকরণের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছেমতো নকশা বা ছবি তৈরি করতে বলবেন। কাপড় কাটার কাঁচি যেন শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী হয় শিক্ষক সে ধরনের কাঁচি সংগ্রহের জন্য পূর্বেই নির্দেশনা দেবেন। প্রয়োজনে কাপড় না কেটে শুধু ভাঁজ করে কীভাবে আঠা লাগিয়ে নকশা তৈরি করা যায়, প্রয়োজনে শিক্ষক সে কৌশল শিশুদেরকে দেখাবেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি যেন শিশুরা খেলাচ্ছলে স্বাধীনভাবে করতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক বিভিন্ন প্রকার রঙিন বা প্রিন্টের কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে শেখাবেন। এক্ষেত্রে শিশুদেরকে ধারালো সরঞ্জাম ব্যবহার না করে কাপড় ভাজ করে কিভাবে নক্শা বা ছবি তৈরি করা যায় সে কৌশল বোঝাবেন বা কাপড় কাটার জন্য শিক্ষক শিশুদেরকে সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা খেলাচ্ছলে আনন্দের মধ্যে এই পাঠটি অনুশীলন করতে পারছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং তাদের তৈরি শিল্পকর্ম সকলকে দেখতে এবং মতামত জানাতে উৎসাহিত করবেন। শিশুদের দ্বারা নির্ধারিত কিছু নকশা বা শিল্পকর্ম প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যাবে। শিশুরা সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারছে–এই বোধ তাদের ভবিষ্যৎ কাজে শক্তি ও সাহস যোগাবে।

দশম অধ্যায়

পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ নিজের ইচ্ছেমতো বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, পুতি, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো, সূতা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে শখের জিনিস তৈরি করা ।

শিখন ফল

১০.১.১ নিজের ইচ্ছেমতো বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, পুতি, ডিমের খোসা, ছোট বড়ো কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করতে পারবে ।

পাঠ বিভাজন– ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা হাতের নাগালে পাওয়া ফেলনা জিনিস সংগ্রহ করে দৃষ্টিনন্দন এবং ব্যবহার করা যায় এমন শিল্পকর্ম তৈরি করা শিখবে ।

শিখন ফল

১০.১.১ শিশুরা অপ্রয়োজনীয় বা ফেলনা জিনিস যেমন—পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ইত্যাদির মাধমে খেলনা বা ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে ।

উপকরণ

পাট খাড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ইত্যাদি ।

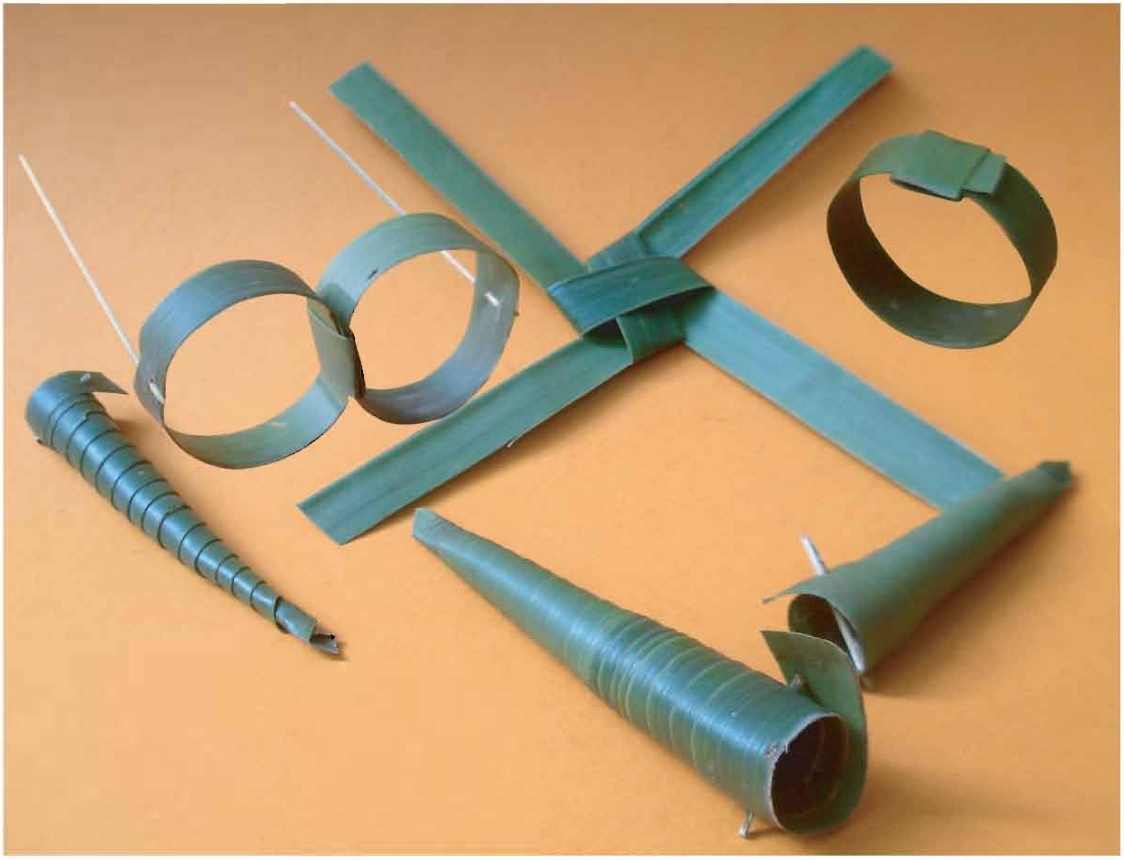

বিষয়বস্তু
চরকা, ঘড়ি, চশমা, বাঁশি ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিশুদের হাতের নাগালে পাওয়া যায় এমন ধরনের কাঁচা বা শুকনো খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ও পাটখড়ির সমন্বয়ে তৈরি করা যায় এমন সব উল্লিখিত বিষয়গুলো শিক্ষক পূর্বে তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে শিশুদের হাতে নাড়াচাড়া করতে দেবেন । এতে শিশুরা আনন্দ পাবে এবং তৈরির জন্য কৌতূহলী হবে । শিক্ষক এসব তৈরির কৌশল শিশুদেরকে দেখাবেন এবং তাদের পছন্দমত জিনিস তৈরির জন্য উৎসাহ দেবেন । আরও উৎসাহের জন্য একজনের তৈরি জিনিস অন্যকে ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে এ ধরনের সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তাদের পছন্দের খেলনা জিনিসপত্র তৈরি করতে বলবেন ।

নমুনা হিসেবে শিক্ষক বিভিন্ন প্রকার উপকরণের মাধ্যমে তৈরিকৃত জিনিসপত্র শিশুদেরকে দেখাবেন ।

মূল্যায়ন

শিশুরা পাটখড়ি ও বিভিন্ন প্রকার পাতার সাহায্যে তৈরি খেলনা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে খেলতে আনন্দ পাচ্ছে কিনা এবং এসকল উপকরণের সমন্বয়ে তারা তাদের পছন্দের খেলনা বা জিনিস তৈরি করতে আনন্দ পাচ্ছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন ।

পাঠ–২

পূর্বের পাঠের ন্যায় এই পাঠেও শিশুরা ফেলনা জিনিসপত্র ব্যবহার করে তাদের পছন্দের খেলনা তৈরি করে নিজেদেরকে আরও সৃষ্টিশীলভাবে গড়ে তুলতে পারবে ।

শিখন ফল

১০.১.১ শিশুরা নিজের ইচ্ছেমতো ঝিনুক, পুঁতি, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোটবড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শখের জিনিস তৈরি করতে পারবে ।

উপকরণ

ঝিনুক, পুঁতি, সূতা, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি ।

মালা, পাখি, মাছ, পুতুল ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্ধারিত উপকরণের মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে শিশুদেরকে দেখাবেন। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের উক্ত উপকরণগুলোর মাধ্যমে পুতুল, পাখি ইত্যাদি যা শিশুদের ভালো লাগে এমন কিছু তৈরি করবেন এবং শিশুদের উপস্থাপিত খেলনার মধ্য থেকে তাদের পছন্দের পুতুলটি তৈরি করতে উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি নিজের তৈরি শিল্পকর্ম সুন্দরভাবে উপস্থাপন বা সাজানোর জন্য শিক্ষক শিশুদেরকে নির্দেশনা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে জিনিসপত্র শিশুদেরকে তৈরি করতে বলবেন।
শিশুদের তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্নভাবে সাজিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠের মাধ্যমে শিশুরা তাদের প্রতিভা, কর্মস্পৃহা কতটা প্রকাশ করতে পারছে শিক্ষক সে দিকে লক্ষ রাখবেন। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুদের আরও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষক তাকে উদ্দীপনামূলক বাক্য শুনিয়ে কাজ সম্পন্নের জন্য সাহস যোগাবেন। শিশুরা যেন শ্রেণিকক্ষে সকলের কাজের মূল্যায়ন ও মতামত প্রকাশ করায় আগ্রহী হয় শিক্ষক সেই পরিবেশ তৈরি করবেন।

সমাপ্ত